# বিআর১৪

মোটা ধানের ফলন বেশী
ছেলে বুড়ো সবাই খুশি

ফ্যাক্ট শীটঃ বোরো ধানের জাত

## জাত পরিচিতি

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট উদ্ভাবিত ধান বিআর১৪ বোরো এবং আউশ মৌসুমে চাষাবাদের জন্য ১৯৮৩ সালে জাতীয় বীজ বোর্ডের অনুমোদন লাভ করে। এ ধানের জনপ্রিয় নাম গাজী।

## জাতের বৈশিষ্ট্য

- গাছের উচ্চতা ১১৫-১২০ সেন্টিমিটার।
- কান্ড খুব মজবুত এবং পাতা খাড়া।
- কুশি গজানোর ক্ষমতা মাঝারি।
- ডিগপাতা কিছুটা হেলে যায়, ফলে শিষ উপরে দেখা যায় এবং দৃষ্টি আকর্ষণ করে।
- ছড়ার উপরিভাগের ধানে শুঙ আছে।
- চাল মাঝারি মোটা, সাদা এবং ভাত ঝরঝরে।
- এ জাতে প্রোটিনের পরিমাণ ৮.১%।

বিআর১৪

## জীবনকাল

এ জাতের জীবনকাল বোরো মৌসুমে ১৫৫-১৬০ দিন।

## ফলন

বোরো মৌসুমে ফলন হেক্টর প্রতি ৬.০-৬.৫ টন।

## চাষাবাদ পদ্ধতি

১. **বীজ তলায় বীজ বপনঃ** ২০ কার্তিক - ৫ অগ্রাহায়ণ (৪-১৯ নভেম্বর)।
২. **রোপণের সময়ঃ** ২০ পৌষ - ২০ মাঘ (জানুয়ারি)।

৩. **সার ব্যবস্থাপনা (কেজি/বিঘা)ঃ**

| ইউরিয়া | টিএসপি | এমপি | জিপসাম | দস্তা |
|---|---|---|---|---|
| ৩০-৪০ | ৭-১৪ | ৮-১৬ | ৪-১১ | ০.৭-১.০ |

৩.১ ইউরিয়া সার তিন কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হবে।

**প্রথম উপরি প্রয়োগ** ঃ রোপণের ১৫-২০ দিন পর

**দ্বিতীয় উপরি প্রয়োগ** ঃ রোপণের ৩০-৩৫ দিন পর।
ইউরিয়া প্রয়োগের পর সার মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে।

**তৃতীয় উপরি প্রয়োগ** ঃ রোপণের ৪৫-৫০ দিন পর।

৩.২ ইউরিয়া প্রয়োগের সঠিক সময় নির্ণয়ের জন্য লিফ কালার চার্ট ব্যবহার করতে হবে।

এলসিসির মাধ্যমে ইউরিয়ার চাহিদা নির্ধারণ

৪. **আগাছা দমনঃ** রোপণের ৪৫ দিন পর্যন্ত জমি আগাছামুক্ত রাখতে হবে।
৫. **সেচ ব্যবস্থাপনাঃ** ধানের থোর অবস্থা থেকে দানা দুধ অবস্থায় জমিতে পর্যাপ্ত পানির ব্যবস্থা রাখতে হবে।
৬. **ফসল কাটাঃ** ১-১৫ বৈশাখ (১৪-২৮ এপ্রিল)।

## মন্তব্য ঃ

১. উর্বর জমিতে আবাদ করলে অধিক ফলন নিশ্চিত হবে।
২. কান্ড লম্বা, মজবুত তাই নিচু জমিতে চাষ উপযোগী।

ব্রি বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

**আরো তথ্যের জন্য ঃ**
পরিচালক (গবেষণা), ব্রি, গাজীপুর-১৭০১ ই-মেইলঃ dr@brri.gov.bd